DhanMahal

Gargi Bhattacharya

***

Copyrighted Material

ধান মহল

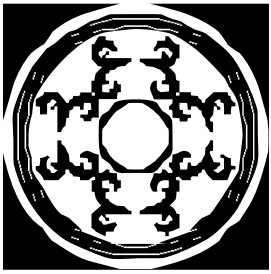

গার্গী ভট্টাচার্য

।।।বিষাক্ত দুনিয়ায়, বিষহরা দেবী--

মনসাকে ।।।

Words kill, words give life; they're either poison or fruit--- YOU choose.

Solomon

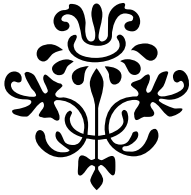

পাঁচালি ধাঁচে লেখা

ধান মহল

গিরিরাজ, হিমালয়ের গিগি দেশ থেকে- হলুদ মেয়ে

ছিমি এসেছিলো পরবাসে,

প্রেমিক রায়মঙ্গল এর হাত ধরে ।

রায়মঙ্গল কেবল পাহাড়ে চড়ে ।

চূড়া জয় করাই- বিশ্ব জয়ের সমান ।

রায়মঙ্গলের কাছে । ওকে সবাই রয় বলে বিদেশেতে ডাকে ।

রয় শুধুই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় ।

তার না আছে বাসা , না কোনো পিছুটানে ডরায় !

পরবাসের ভাড়া করা ঘরে থাকে, ছিমি একাই ।

ছিমি কোনো কাজ করেনা । ও কোনো বিশেষ কাজও পারেনা । এমনকি ইংলিশেও ওর ভরাডুবি ।

বিদেশে এখন যেখানে সে থাকে, তার নাম যাইহোক না কেন সে এক রঙীন দেশ ।

ওখানে মানুষ গোলাপী । নীল নীল আঁখি আর চেরি রং-এর ঠোঁট । তাদের চুল সবুজ আর মন সোনালী । সেই দেশের নাম দিয়ে দিই, **রেৎভিল ।**

ওখানে মানুষের কোনো স্বাস্থ্য কস্ট নেই, কষ্ট থাকলেও ।

সবই ফ্রি । সবাই ফ্রি-তে চিকিৎসা করাতে সক্ষম ।

চিকিৎসার বাজারে কেউ নয় অক্ষম !

ঐ দেশে, এক হাসপাতালে গিয়ে ওঠে আমাদের ছিমি । গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওকে হাসপাতালে নিয়ে রাখা হয়- এমনি ।

ওর ক্রমাগত পাহাড়ে চড়া বর এর, কোনো খবর না পেয়ে ওকে দীর্ঘদিন হাসপাতালের এক ওয়ার্ডে রাখা হয় , রুগী আসেনা ধেয়ে ।

চিকিৎসাও চলে বহুদিন ধরে । অনেক ডাক্তার তাকে দেখে শেষমেশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তার ব্যামো হল মাথায় , দেহে নয় ।

চিকিৎসা শেষ হলেও- ওর বর রায়মঙ্গলের দেখা না পেয়ে, ওকে হাসপাতালেই রেখে দেওয়া হয় বিনিপয়সায় ।আর মেয়েটিও কেমন যেন সেখানেই থেকে যায় ।

রাতে ওয়ার্ডের করিডরে শুয়ে রয়।

রুগীদের মতন খাবার খায় আর অফুরন্ত কফি, চা , বিস্কুটে জীহ্বা শানায় ।

সুরাপান করা হয়না । এই যা ! শীতের দেশের মেয়ে ছিমি, সুরাপানে অভ্যস্থ হলেও ।

কৈশোর থেকে ওরা কুয়াশা মোড়া সকাল ও নিঝুম , শীতল সাঁঝে- গাছের ডালপালা জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে অভ্যস্থ আর গরম চা ও রাতে মদ , ছিলো নিত্যসঙ্গী । কিন্তু পর্বতারোহী জীবনসাথীতেই কাল হল । কালবৈশাখী ওর আবহমান সমস্ত কাল , উড়িয়ে নিলো । ঝরাপাতার মতন এক রং দ্যুতির নামই এখন যেন , ছিমি !

---ছিমি ও ছিমি , এদিকে এসো এখনি । তোমায় ছন্দে গাঁথছি আমি ।

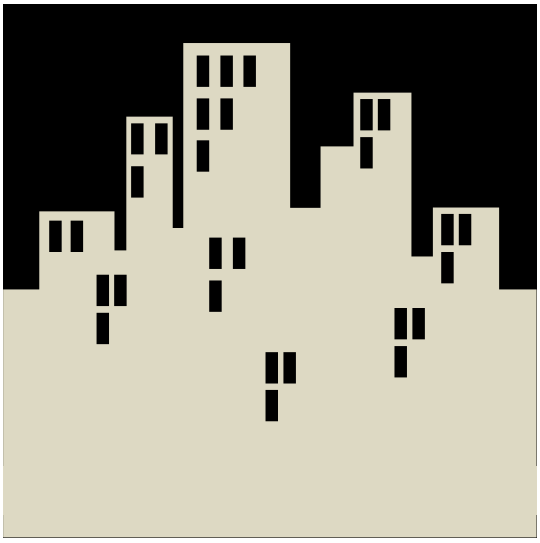

ছিমির বাসা এখন- রুগী নিবাস , হাসপাতাল । নাম তার লিটিল সিস্টার । নাম ক্ষুদ্র হলেও আকারে সুবিশাল । এই হাসপাতাল দেখে কেউ বলবে না যে এটা কোনো অভিজাত পাঁচতারা হোটেল নয় !

ছিমি কিছুদিন সেখানে ঘষা মাজার কাজ করে ।

তারপর ওয়ার্ড সাফাই । সেখান থেকে পদমর্যাদায় বেড়ে খাবার সাপ্লাই- প্রতিটি ঘরে , রুগী বাসরে ।

ছিমি একাই থাকে লিটিল সিস্টারে । ছিমি ভাতে বাড়ে ও চর্বিতে ভরে । ছিমি এখন এক গোলাগাল মিষ্টি মেয়ে, যার পতিদেব কেবল পাহাড়ে চড়ে ---গিয়ে গিয়ে ।

রায়মঙ্গলের এক আশ্চর্য নেশা ! পেশাও বলা চলে । অনেক পর্বতারোহী ওকে টুইটারে , ফলো করে ।

ছিমির বাসা বা নীড় , কাব্য করে যাই বলো- এখন এক নির্মেদ হাসপাতল, যেখানে সবার চিকিৎসা হয় ।

ওর কোথাও যাবার জায়গা নেই তাই হাসপাতালের ঘেরাটোপেই থাকে । এটাই ওর রঙীন ভুবন, সুখের

স্বর্গ । নার্সরা ও কোনো কোনো চিকিৎসক ওর প্রিয় বন্ধু । বেশ কিছু রুগীও ওকে নতুন জীবন দিয়েছে ।

অনেক রুগী এই দেশে, নার্সদের কাছে আদর-যত্নের বাইরেও সেক্স চায় । দাবী করে । তাই নার্সরা অনেকেই রুগীর সুস্থতার জন্য, নিজেকে বিকায় ।

প্রতিটি সূর্যাস্তের শেষে , রাতপোশাকে তারা পরী হয় ! ডুবে যায় অচেনা পুরুষের ঔরসে ।

কামনা মেটানো তাদের চিকিৎসার মধ্যেই পড়ে ।

এমন করে করে অনেক নতুন শিশু আসে নার্স গহ্বরে । মাতৃজঠরে । সেরকমই এক মায়ের আঁচল পাতে, হলুদ পাখির মতন ডানা মেলা ছিমি , পাহাড়ি ছিমি ।

পরিযায়ী ছিমির দুটি সন্তান হয় । রায়মঙ্গল তখনও নিরুদ্দেশ ।

মেয়ের নাম দেয় কুহেলা আর ছেলে হল, গাঙ্গু ।

এসব শব্দের অন্য কোনো মানে আছে কিনা ছিমি জানেনা । ওর যুক্তি অনুসারে কুহেলি থেকে জন্ম তাই কুহেলা আর গঙ্গা মায়ের ছেলে গাঙ্গু ।

গঙ্গা ; পতিত উদ্ধারিনী তাই গাঙ্গুর

পিতৃ-পরিচয়ের সত্যি কোনো প্রয়োজন নেই ।

কুহেলা ও গাঙ্গুকে দেখাশোনা করতেই বিদেশে আসা, ছিমির একমাত্র বোন, মিরিকার ।

ওদের দেশ গিগিতে-- ওরা বাবা ও মায়ের সাথে থাকতো । বাবা করতো কাজ এক কারখানায় । আর মা তাঁত বুনতো ।

ছিমি তাঁত বোনেনি । ওর বোন মিরিকা পরে ওদের মায়ের সহযোগী হল । ওখানে মেয়েরা সবাই প্রায়, ডোবে তাঁত বোনায়! ছেলেরা ভারী কাজ করে ।

মায়েদের সম্পত্তি তাদের মেয়েরা পায় । আর বাবার অংশতে ছেলেরা ভাগ বসায় । মেয়েরা, মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বোনে তাঁত । ছেলেরা নানান হাটে-বাটে যায়, ঘোরে মাঠঘাট ।

গরুর গাড়ি করে হাটুরে যায় হাটে । দলবেঁধে । সেখানে কোনো মেয়ে নেই । মেয়েরা যায় কাপড় বোনার বাজারে । বিকিকিনি সারতে ।

অনেক পুরুষ আবার ধান চাষ করে বাঁচে । কেউবা করে মরসুমি ফল ও ফুলের যত্ন - দূরে বা কাছে !

এরই মাঝে, কৈশোর থেকে একেবারে ভিন্নজাতের কাজে লাগে ছিমি । সে করে মাটির ঘর গাঁথার কাজ এখনই ।

কাঁথার কাজ অবসরে । অন্য সময়ে মাটির বাড়ি বানানোতে লাগায় হাত- দিন দুপুরে । ওর কাকারা ছিলো এমন সব মস্ত মস্ত মহলে । মাটির ছলে, বলে, কৌশলে ! ছিমিকে ওরা মজা করে বলতো যে সে মহলের রাণী হবে একদিন । আর সেই মহলের নাম হবে ধান-মহল ; স্বাধীন!

মাটির ঘরের কাজ, ঘরামী ছাড়া করা তেমন শক্ত নয় ।

মাটির ইট গেঁথে পর পর , তৈরি হতো ছিমির বানানো আলয় । অথবা কাদা দিয়ে লেপে লেপে ; তাল তাল মাটির স্তূপ -- তৈরি হতো পরিপূর্ণ এক একটি দেওয়াল ও কূপ ।

শক্ত, নিরাপদ , স্নিগ্ধ । শীতল । শান্ত । সবুজ ।

ছিমি সুখেই ছিলো । বিয়ে করেই হল কাল, পতি অবুঝ । পাহাড়ে চড়ার নেশায় হল রায়মঙ্গল পগাড়পার । ছিমিও একা, সব এখন অন্ধকার !

রায় আর আসেনা, একবার গিয়েই ; শিশুরা বেড়ে ওঠে পিতৃহীন হয়েই । কুহেলা আর গাঙ্গু । সুস্থ , সবল- কেউ নয় পঙ্গু ।

ওরা ভালই আছে । মাসি মিরিকার কোলে । তবে ওকে মাসি না বলে- ডাকে আন্টি ।

মিরিকাই যোগায় ওদের ফিডিং বোতল , ডায়পার , টেডি বিয়ার আর প্যান্টি !!!

দিনশেষে আসে মা । কাজ সেরে ।

মা মানে ছিমি ; ওদের মাম্মি ।

মাম্মি কী জিনিস ওরা জানেনা । মনে করে সে এমন কেউ, যে খসে পড়া তারার মতন কালেভদ্রে আসে , ভালোবাসে । ওরাও তাল মিলিয়ে কাঁদে -হাসে ।

লিটিল সিস্টারে এখন ছিমি আর মিরিকা ।

আজকাল মিরিকাও লেগেছে কাজে । ও একটু ট্র্যাডিশনাল, তাই দৈহিক সুধা বিলানোর কাজে নেই তার মন । তার লুকানো ধন , মিষ্টি ব্যবহারে জয় করা মন আর অসুস্থ রুগীর তৈল মর্জন। ব্যাথা নিবারণ । শান্ত মেয়ের স্নিগ্ধ আচরণ , ঘটায় না কোনো অঘটন, হাসপাতাল প্রান্তরে । তাই আজও সে হয়নি মা, আগে বা পরে । মিরিকা শুধু আন্টি । সে পরে গা ঢাকা পোশাক । প্রচন্ড অগ্নিবাণেও ওড়না মোড়া, যায়না দেখা গুপ্ত গুপ্ত সব প্যান্টি ।

রঙীন দেশের নাম রেৎভিল । এইদেশে মানুষের লজ্জা শরম কম কম, তাতেই সব সাবলীল । আসলে ওদের যেমন গায়ের রং আর দেশ জোড়া মস্ত মস্ত তুষারের চাঁই, তাতে ওদের রোদ পোহাতে হলে নগ্নই হওয়া চাই । ভিটামিন- ডি আর অন্যান্য দরকারি এনজাইম্ ও হরমোন , শুষে নিতেই সমাজে এমন প্রচলন । ছিমি ও

মিরিকা ; বরফ দেশের মেয়ে হলেও আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা ওদের সোনালী বরণ । হল বুঝি একটু মেঘ বরণও !

মিরিকা তাই বুঝি তাঁতে বোনা পোশাকের ওধারেই থাকে । ও একটু সংস্কারে ভাসে । ওর কাছে নগ্নতা মানে প্রলোভন । টেম্পটেশানের ভিন্ন নামকরণ ।

ছিমি, মাটির কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে খুলতো পোশাক । রোদ পোহানোর ছলে । তবে তা কখনোই বাড়াবাড়ি পর্যায় যায়নি, ভুলে ।

আশ্চর্য হল, গিগি দেশের মানুষ হলেও ছিমি করতো হিন্দু গ্রামীণ দেবী মনসা বা পদ্মাবতীর উপাসনা ।

কিছুটা ফণার ভয় । কিছুটা মেঠো পথে সাপের দংশনকে, মিঠে আলাপে পরিণত করার উপায় ।

মায়ের পাগল মেয়ে সে । ছিমি । মায়ের এক চোখ নেই । তবুও মেয়েকে আগলে রেখেছে , মাটি ও ধানক্ষেতের বিষাক্ত সাপের ছোবল থেকে !

চাঁদ সওদাগড়ের অসম্ভব মান । ইগো !

দেবীকে বলে কিনা --কানি ?

লখিন্দরের মরণেও কি হয়েছিলো নত ? সত্যি সত্যি চাঁদ-সওদাগড় যত ?

এত অহং কিসের হে সমুদ্র সম্রাট ?

মনসাকে চটিয়ে হল প্রাণ বিভ্রাট , প্রিয় সন্তানের ।

ছিমি এসব গল্পে শুনেছে আর পরে মনসা পুজো চালু করেছে ওদের গ্রামে । গিগি দেশের পাহাড়ি গ্রাম ডাবছরা- ভরেছে গেঁয়ো ঠাকুরাণী হিন্দু দেবী , মা মনসার পাঁচালি চয়নে ।

এককথায় বলা চলে ছিমি এনেছিলো এক বিপ্লব ঐ বৌদ্ধ্য গ্রামে ।

হাসপাতালেও করেছে চার্চের পাশে মনসা অর্চনা ।

রঙীন মানুষ , রং বর্ষা ঝরিয়ে বলে :: ও মেয়ে , এ কোন দেবী গো ? কেমন সাপের ফণা !

স্নেক্ গডেস্ বলাতে ওরা বুঝেছে । কেউ বা হেসে সরেছে -- এরা সবাইকে পুজো করে যায় । আসলে

কু-সংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস থেকে জন্ম নেয় ; এত ভয় ।

ও অবশ্যি বলে :: লিটিল সিস্টারে এই যে এত মানুষ মরে , এত ওষুধের খেলা, এত মারণ বাণ -- এইসব বিষ শুষে নেবেন মা পদ্মাবতী -- পদ্মের সমান ।

এখানে একটা মনসা মন্দির থাকা ভালো ।

ছিমিকে কেউ বাধা দেয়নি ; তাই রইলো ।

মিরিকাও দেখে , পরবাসে এসে দিদিটি তার বদলে গেছে , তাই তাকে দেখে দেখে শেখে । নানাবিধ ইয়ে ।

মিরিকা করবে না বিয়ে । কুহেলা আর গাঙ্গুই তার আপন সন্তান । এদিকে রায়মঙ্গল অদৃশ্য তাই দিদিও হয়রান । **তাদের ছোট্ট সংসারে আছে মা ও দুই ছেলেমেয়ে আর এক্সট্রা একটি মাসি , আন্টি । কেবল বাবা নেই সেখানে কোনো ! এই একটাই কম্‌তি । এইটুকু- টুকু বাচারাও বোঝে, বাবাকে খোঁজে ।**

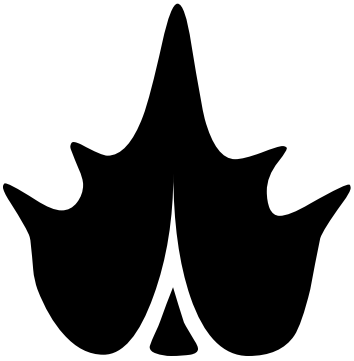

বাজ কেন্ডেল ; কোমায় আচ্ছন্ন আজ প্রায় বছর পাঁচ ।

ফসিল হয়ে বেঁচে আছে, নেই আআয় আঁচ ।

এখন তার সন্তানেরাও চায় তার জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে, এমন সফর হল । বাজের মস্ত মস্ত সব মহল ছিলো । আর নানান সম্পত্তি । তিন ছেলেমেয়ে ভাগ করে নিয়েছে যথাারীতি । ধনীর প্রাসাদে কোনো কিছুর কমতি নেই । মা অনেক আগেই মৃতা তাই রাণীমহল খালি পড়ে আছে একইভাবে সেই !

ওরাও ভুলেছে মাকে । এবার বুঝি ভুলবে ,বাবাকে ।

দীর্ঘ পাঁচ বছর কোমায় থেকে , বাজের জীবনী শক্তিও এসেছে বেঁকে । বাজ গেছে- রুটির মতন কেমন যেন ফোলা ফোলা থেকে, চিকিৎসা আগুনের তাপে শেঁকে । তাইনা দেখে তিন আআজ ভেবেছে- বাবার চলে যাবার সময় এসে গেছে । তাই সবকিছু লাগছে এমন ফিকে । ডাক্তারের এক কথা । যদি কেউ দায়িত্ব নেয় তো ভালো, নাহলে শ্বাস প্রশ্বাসের নকল নল এখনই খোলো ।

এইভাবে রোজ রোজ মিথ্যা বেঁচে থাকার বেলা ; বুঝি বয়ে গেলো । ওর সন্তানেরা এলো । গেলো । কীভাবে যেন দিন থেকে মাস ঘুরে গেলো ।

এমন সময় ছিমি এগিয়ে এলো । বললো :: আমি নেবো সব দায়িত্ব । করবো যতন । উনি অরূপ রতন । মা মনসার স্পর্শে হবেন উনি নতুন প্রাণ ।

সাপেরা দলে দলে এসে শুষে নেবে সমস্ত কোমা বিষ ,

তারপর থেকে উনি ধানের শিষ্ আর

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেবেন- শঙ্খ বাজিয়ে শিস্ ।

আমাকে ওর দায়িত্ব দাও । তোমরা ভার মুক্ত হও ।

আমার ভাঙা সংসারে এক পিতার অভাব , তাই আমি চাই ওর অস্তিত্বের প্রভাব , পরুক আমার সন্তানের ওপরে । ওরাও জানবে ওদের বাবা, আসলে কে !

বাবা সাজার খেলায়, আপত্তি তোলেনা বাজ কেন্ডেলের ছেলেমেয়ের দল । ওরা খুশি এইভবে যে বাবা পেয়েছে এক সত্যি মানবীকে , সাথীর রূপে- তাই চোখে জল টলমল ।

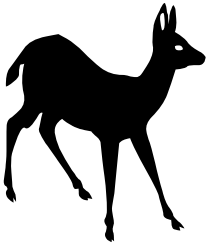

<u>ধীরে ধীরে কেটে যায় আরো কিছু বছর ।</u>

মনসা দেবীর প্রকোপে- মানুষটি কোমায় আরো
অনেকদিন করে সফর । তারপর নর্মাল ডেথ্ ।

সোজাসুজি স্বর্গে গেলেন । হলেন না প্রেত ।

সন্তানেরাও খুশি, বাবা এবার মায়ের কাছে চলে গেলো,
আর রইলো না পড়ে এলোমেলো ,

তার চেতনার ধূলো ।

আর কুহেলা ও গাঙ্গু পেলো, নতুন বাবার সোনার
প্রাসাদের- রং বেরং এর হ্যালোজেন আলো ।

ওদের বুকে করে নিয়ে গেলো বাজের তিন সন্তান । তাদের মধ্যে বড় ও ছোটজন দিলো ছিমিকে, তাদের পৈতৃক অংশের ভাগ , সমান সমান ।

ছিমি তাদের নতুন মা । রাঙা মা । সেই সম্পত্তি-- অংশ পেয়ে ছিমি ; ধানকন্যা থেকে হল নগরের নয়ন মণি ।

আজ তার **ধান মহল** হল । আর হাসপাতালের ক্লোরোফর্ম মাখা পথ নয়, তার যতসব ফুলগুলো ।

ছিমি ভারি খুশি । খুশি মিরিকা ; ওর বাচ্চাদের ন্যানি । সেবিকা বলাতেও, তার হয়নি এতোটুকুও মানহানি ।

মিরিকা এমনই এক মেয়ে । যার গল্প আসে জোছনা পথ বেয়ে । দিদির স্বপ্ন নগরের সেও ভাগীদার । কারণ সে একা হলেও, দুই সন্তান আছে তার । ওরা ছিমির গর্ভজাত হলেও মা বলে জানে মিরিকাকেই । আর বাবা হয়েই তো এসেছিলো বাজ কেন্ডেল, জীবনে ওদের ।

ওরা জানে, ওদের বাসা একটি নয় -অনেকগুলি বড়
বড় মহল । মা নাম দিয়েছে ধানমহল । নব-মা ও
ন্যানি মিরিকা আর মম্ হল ছিমি ওদের ,

আজ সে এক ধান কন্যা , নেহাৎ-ই শখের ।

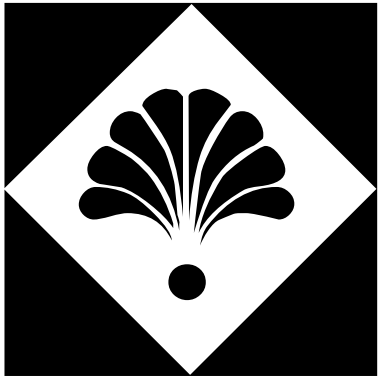

লিটিল সিস্টারে আগে যখন থাকতো ছিমি , তখন সে করতো নানান দুষ্টুমি । লোকের ফোন বদলে দিতো । বিশেষ করে নার্সদের । অনেক সময় তার জন্য মানুষকে হেনস্থা হতে হতো । তবুও কেউ বিরক্ত না হতো । এমনই ভালোবাসা ছিমি, পেতো । অচেনা এক মেয়ে , গৃহহীন , স্বামী পরিত্যক্তা । কোথায় যাবে বিদেশ বিভুঁইয়ে ? হয়ত তাই ওকে সবাই পছন্দ করতো ।

হাসপাতালের অনেক জোকস্ সে শুনেছে ।

১) যেমন এক সার্জেন, একদিন বাজারে গিয়ে বিরাট একটা মাছ কিনে- না কেটে ফিরে যাচ্ছে । বিক্রেতা অবাক হলে লোকটি বলে :: রোজ জ্যান্ত মানুষ কাটি আর আজ একটা মরা মাছ কাটতে পারবো না ?

২) চিকিৎসকেরা স্ট্রাইক করেছে । হাসপাতালের চিফ্ বলেছেন যে সব দাবী মেনে নেওয়া হবে ।

তবে দাবীগুলো ঠিক কী কী উনি জানেন না কারণ ফার্মাসিস্ট আসেনি এখনো । চিকিৎসকের হাতের লেখা একমাত্র তারাই পড়তে সক্ষম ।

৩) যারা গুগুল দেখে, নিজের অসুখ নিজেই ডিটেক্ট করে এসেছে, তারা ইয়াহুতে চলে যাক কনফার্ম করার জন্য ।

৪) এক রুগী অনেকদিন যাবৎ হাসপাতালে ভর্ত্তি । তার অনেক অঙ্গ বাদ গেছে, নানান অসুখে । তাই চিকিৎসক বলেছে যে এবার কেউ ওর ফটো চাইলে সে যেন খালি তার নখ ও দাঁতের ছবি দেয় ।অন্যান্য অর্গ্যান- সমস্ত সার্জারি করে বাদ দেওয়া হয়েছে, অসুখের দাপটে ।

৫) **নন ভেজ জোকস্-ও আছে ।** ব্রেস্ট সার্জেন তার স্ত্রীর বক্ষ থেকে আনন্দ না নিয়ে, ঠিক একজন সার্জেন যেমন করে স্তন পরীক্ষা করে সেইভাবে আলতো করে চাপ দিয়ে দিয়ে দেখছে । স্ত্রী গেছে ক্ষেপে --ওহে, আমি তোমার বৌ, রুগী নই !!! কাজ বন্ধ করে শীগ্‌গিরি কামে ফেরো !

হাসপাতালটাই ওর বাড়ি হয়ে গিয়েছিলো ।

চিকিৎসক ও নার্সেরা ওর আপনজন । এই রোগের গুহা যেন এক জীবন্ত সবুজ গুহা । যা ছিমির আপন ঘর । রং এর মাধুরী ,প্রতিটি কোণে কোণে এর । অপরূপ সুধা , প্রাণরস আর সুখের সাগর ওর মনে ।

হাসপাতালে কত শত গল্প, কম লোকেই জানে ।

একবার এক রুগী মারা যায় । কিন্তু নার্স দেখে সে ঘরেই পরে রয় । স্ট্রাগল্ করছে দেহটাকে ধরে রাখায় । নার্স একটু সাইকিক্ ছিলো । তখন ওকে বলে :: আলোর দিকে এগিয়ে যাও । ঐ দেখো নীল আলো । তুমি মৃত টম্ ! দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাও । এগিয়ে চলো নতুন আলোর খোঁজে, খোলস ছাড়াও ।

তারপর দেখা যায় শরীরটা স্তব্ধ হয়ে গেছে । মানুষটি তখন ক্লিনিক্যালি কেন সম্পূর্ণভাবেই মৃত বলে ঘোষিত হয়েছে ।

আছে মর্গের গল্প ।

মর্গে কতনা মৃত মানুষ পড়ে থাকে । এদের মধ্যে অনেক সময় কেউ না কেউ বেঁচে ওঠে । কখনও কেউবা জ্যান্ত অবস্থায় মর্গের পৌঁছায় । দেহ শীতল হলেও, পরে আস্তে আস্তে উষ্ণ হয় ।

একবার এক অপরাধীকে, মর্গে এনে রাখা হয় ।

পরে জানা যায় যে সে মরার ভান করে, মড়া হয়ে পড়ে থাকে । যাতে পুলিশ আর ধরতে না পারে তাকে- জালের মুখে । মরণ থেকে উঠে আসে মুঠো মুঠো জীবন, ভরে লিটিল সিস্টার প্রাঙ্গণ ।

ছিমি যখন মাটির কাজ করতো,

তখন কত মানুষের স্বপ্ন সাজাতো । মাটির স্তূপ সাজিয়ে, তাতে কাদা লেপে লেপে দেওয়াল করে বাড়ি বানাতো । অনেক সময় লাল মাটি গুলে, রাঙানো হতো দেওয়াল আর মেঝে । অনেক ক্ষেত্রে রসায়ন ব্যবহার করে করে রঙীন করা হতো, ঘরের মাটি ও পাঁচিল- সকাল ও সাঁঝে ।

নিজে হাতে গড়ে দিতো ছিমি ।

ওখানে মেয়েরা করে কেবল তাঁত বোনার মতন কাজ তবু সে হল ঘরামী ।

সে একাই তখন মাটি ভাস্কর্যে । মাটির মেয়ে হয়ে-- নামী ।

দেওয়ালে নানান নক্শা আঁকা হতো সেই লাল মাটি দিয়ে

অথবা রসায়ন । বাজার চলতি-সমস্ত রং । মেঝে পালিশ করে একদম ঝক্ঝক্ ! মাটির ঘর শীতল আর সাথে আধুনিক। ইকো, ইকো হাট্ ।

নেই সেরকম ঠাঁট বাট, তবু সবুজ মনের সম্রাট ।

ছিমি শিখেছিলো রঙীন পিঠার কারিকুরি বেদেনীর কাছে । ওরা যাযাবর বেদের দল । এক নদী থেকে অন্য নদী , ওদের ঘর । নৌকো করে দলে দলে ভেসে যায় , চরাচর । সেখানেই রাঁধে , বাড়ে । কচিকাঁচার দল- খেলে বাড়ে ।

ওরা জানে ; অনেক খাবারের পন্থা । রং লাগানো পিঠা কিংবা গাছ পুড়িয়ে করে ছাই , খাবারে দেওয়া চাই , হোক্ না আজব রাঁধা -- ছিমির জীবনে তার প্রমাণ আছে গাদাগাদা ।

শুকনো নারকেলের মালায় করে চাল বাটা বা যা ইচ্ছে নিয়ে, তাতে রং দিয়ে --উনুনে ফেলে ভাজা । রঙীন ও নানান বিচিত্র আকৃতির এই খাবার, শহরের অভিজাত স্ক্যাক্স্-ও হতে পারে এমনই তাজা । ছন্দ ও গীতের মূর্চ্ছনায় এ হল এক মায়ামৃগ দারুণ , যা হাতের মধ্যে

আছে, দৃষ্টি তাই করুণ । সবই শেখালো বেদের মেয়ে , ধানমহলের মালকিনকে, জাদু সোপান বেয়ে ।

দেশ-দেশান্তর ঘুরে অসংখ্য সাপ জোটায় । সাপ ওদের আপন -ওরা মোটে ভয় না পায় ।

মেয়েরা, সাপ নিয়ে খেলা দেখায় । ছেলেরা বনে বাদাড়ে ঘুরে, সাপের ফণার স্বাদ পায় ।

ওরা সাপের মাংসও খায় ।

সাধারণ লোক সব, সাপে ভয় পায়

ছোবল খেলেই তারা, ভয়ে মরে যায় ।

বেদের দল যেমন সাহসী প্রচুর

সাপে কাটলেও তাই হয়না ভঙ্গুর ।

প্রচুর সাপই নির্বিষ - গুটিকতক নাকি প্রচন্ড বিষময় ,

তাই ওদেরকেই বেদেরা , পায় বেশি ভয় ।

নদনদী ভ্রমণ

করে করে কাটে , জিপ্‌সি এইসব বেদের জীবন ।

তাদের হাত ধরেই রং -এ চোবানো পিঠা শেখা ছিমি সাহেবার , অভিজাত সমাজে করছে প্রচলন-- এমনই ছিমির কাজ কারবার । হাসপাতালে মেলে এই পিঠা, দাম দুই লিরিল (ওদের দেশের টাকা),

খেলে পাবে মজা , হবেনা বিষাক্ত ছোবলে কাহিল ।

ভয় পেয়োনা । বেদে বলে ভেঙে পড়োনা ।

ওরাও মানুষ , হাতে রঙীন খানাপিনার ফানুস্ ।

ঐসব যাযাবর বেদের দল- নাম যাদের খাম্বাস্,

ওরাই প্রথম বলে- ছিমি যাবে পরবাস ।

সেখানেই মহল , দালান, সেখানেই জীবন

দেশে ফিরবে না মোটে , রয়ে যাবে আমরণ ।

আজ মিলে গেছে সেই ভবিষ্যৎ বাণী,

মূর্খ বেদের , ছিমি কেন মিরিকাও এখন

বিদেশে , মিশেছে সমাজে এদের ।

মিরিকাকে ওরা যদিও বলে ন্যানি

মিরিকার তাতে কোনো অপমান হয়নি ।

বিদেশে, নার্সরা নাকি **ইল্ পেড্ জিপি** (জেনেরাল প্রাকটিশ্ করে, ডাক্তার যারা)

দেখলে অনেককেই মনে হবে হিপি !

আসলে ওরা স্বর্ণ খনি, আর আনন্দের ভান্ডার---!

রুগীর তরে সেবা করে, যখন সে কাহিল

আজব চাল সেসব দাবার ।

নার্সের ক্ষুদ্র বোন, এক একজন ন্যানি

বিদেশীরা লোককে সম্মান দিতে জানে,

তাই ওরা এখানে, তুচ্ছ নয়- মায়াবী জ্ঞানী ।

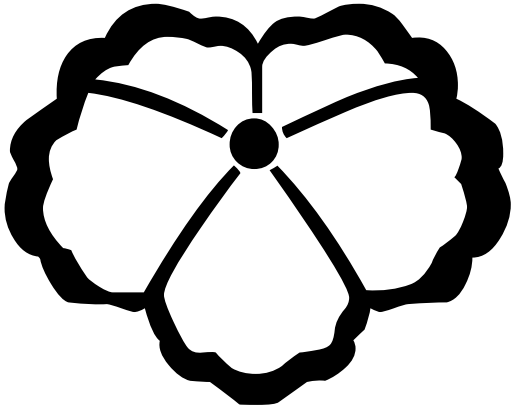

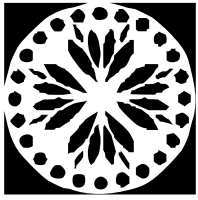

এইভাবেই কেটে যায় সময় অনেক

ছিমি ও মিরিকা হয় মধ্যবয়সী , প্রত্যেক ।

এমন সময় এসে হাজির হয় রায়মঙ্গল ,

ছিলো স্বপ্ন জগতে , বোঝাই যায় সে নির্মল ।

নতুন কোনো সাথী নেই তার একাই এখন

ছিমিকেই তাই আবার করলো বধূরূপে বরণ ।

ছিমি তার দুই সন্তান নিয়ে গড়ে তোলে ঘর

সেই ঘরের মণি এখন দূরন্ত রায়মঙ্গল, সহচর ।

বাজ কেন্ডেলের বিশাল ধানের মহল

এখন ছিমি আর মিরিকার , ওরাই দেয় টহল ।

যদিও কুহেলা আর গাঙ্গুর পিতা এক নয়

কারা যে ওদের বাবা কে আর খোঁজ নেয় ?

বাজ ছিলো হয়ে এক কাগুজে বাবা

কোমা থেকে মুক্তি পেতেই

ওরা আবার এই বিষয়ে বোবা !

এখন ওদের ছত্র দান করেছে রায়মঙ্গল

নেশা যার পর্বত শৃঙ্খ, নয় ঘন জঙ্গল ।

ওরাও এখন কিশোর কিশোরী,

নতুন এক বাবা পেয়ে দেখায় বড়ই চাতুরী !

রায়েরও মজা লাগে ইন্সট্যান্ট সন্তান পেয়ে

ছিমির দিকে তাই যায়না অসতী বলে ধেয়ে ।

জীবনের এই ভাগে এসে দেখে, মিছে ইগো করা

শেষদিনে বেশিটাই থেকে যাবে অধরা ।

প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ এসব রক্তের লড়াই

ওরা তার কাছের মানুষ , হ্যাঁ- ওরা সব্বাই ।

এদিকে নাম হয়েছে ছিমির, **মহলের রাণী** বলে

হাসপাতালে সে যায় বিরাট মোটরের কোলে ।

রুদ্ধ এই কারাগার আর আবাসস্থল নয়

এখন সে পাটরাণী , মহলই তার আশ্রয় !

সপ্তাহে দুই দিন সে হাসপাতালে যায় ;

আড্ডা, মজা আর আনন্দ সবই লুটে নেয় ।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে সুবিশাল গাড়ি

নেই কোনো চিন্তা আর , আছে সব তারই-

বাড়ি, স্বজন ও ফুল যত বাহারি !

অবসরে ঘুরে আসে কোনো না কোনো বন

দেখে হাতী, চিতা বাঘ আর প্রকৃতির কানন ----

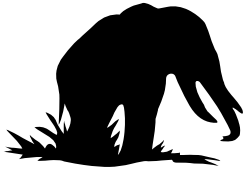

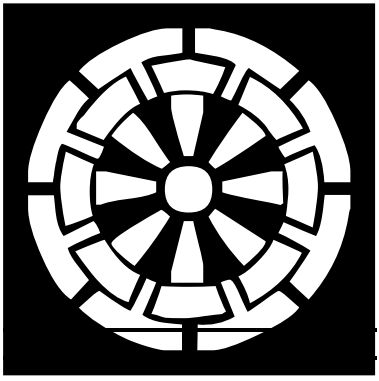

মাঝে মাঝে এমনি এমনি, লোককে ভূতে কিলায়

এসব আমরা সবাই জানি , সবুজ বাংলায় ।

সেরকম এক লগ্নে কামড়, খেলো রায়মঙ্গল

বেচে দিলো মোটর গাড়ি আর বিশাল মহল ।

পাশা, রেস, জুয়া , তাস কিছু তো নয়

আবার নতুন নতুন- পাহাড়ে চড়ার আশায় ।

এবার ডলার পাউন্ডে উঠবে, ভারতের পর্বত যত

উঁচু পাহাড় , টিলা আর শৃঙ্গ শত শত ।

ধান মহল- পোড়োবাড়ি হওয়া, ভূতের কিলে

ছিমিও হল কাৎ , ভাসলো পরিবার ও পারাবার নয়নের জলে ।

ডাকাতিয়া পাহাড়, লক্ষ্য প্রথম

এখন এই অভিশপ্ত টিলা লোকের আনন্দ -ভ্রমণ ।

আর সুপার মার্কেট ও অসংখ্য বহুতল

এই নিয়েই নতুন ডাকাতিয়া বনতল ।

এক সময় দূর্ধর্ষ ডাকাতের কবলে

পড়ে হয় নিন্দিত এই পর্বত ও ঝর্ণা সকলে !

এখন রবারি নয় শুধু সেন্ট রবারের কেরামতি

এতেই খুশী বৃদ্ধাশ্রমের আরতি ও তার নাতি ।

সমাজের ফেলে দেওয়া মানুষ জঞ্জাল ,

পোশাকি নাম যাদের বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল ।

তারাই ডাকাতিয়ায় বেঁধেছে বাসা ,

বাড়ির নাম নিউটন , ও-হেনরি, রুমি, পিটি ঊষা ,

বিদগ্ধ মানুষ আর সফল যাঁরা এমনই

তারাই ভরিয়ে তোলে দিনশেষের কাহিনী ।

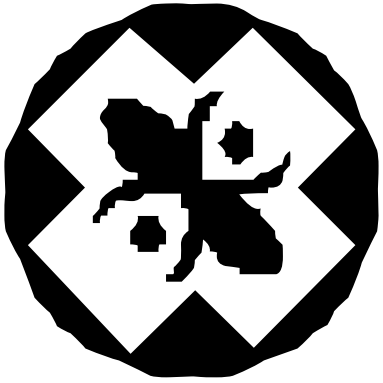

ডাকাতিয়া পাহাড় করতে জয়

রায় কেড়ে নিলো ছিমির আশ্রয় !

এখন ছিমি আবার হাসপাতাল বাসী ,

লোকে খুব দুখী, কেউ করেনা হাসাহাসি ।

অপরকে খোঁচা দেওয়াই প্রধান জীবিকা যাদের

তারাও সবাই কষ্ট পেয়েছে এমনই মানুষ ছিমি ;
মোদের ।

হাসপাতাল ওকে আবার জানায় আহ্বান ,

বুকে তার অজস্র মজার জোক্স আর মহৎ সব প্রাণ ।

**বলে : ফিরে এসেছে গৃহে মোদের মেয়ে , আবার-
দেখো, ফোক্স ,**

শুরু হবে আবার ওর নব জীবন ও নতুন জোকস্।

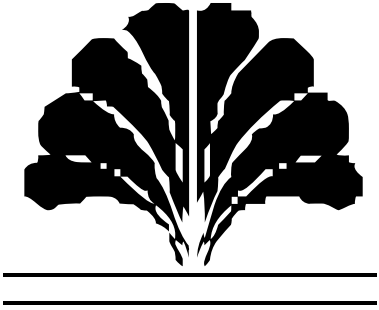

নাড়ি কাটা নাহলেও , হাসপাতালের এমন জীবন

ঘুরে ফিরে সেখানেই, মিলে যাবে তোমার চরণ ।

ছিমি ও মিরিকা এখন থাকে লিটিল সিস্টারে

ফিরে এসেছে তারা আবার পুরোনো জীবনে চিরতরে ।

আর প্রলোভনে ভুলবে না বলে করেছে স্থির

হোক্ না অন্যের অসুখ ; যতই গভীর ।

কোমায় আচ্ছন্ন স্বামীর সাথে, আংটি বিনিময়

এইভাবেই হল তো সেই পরিণয় ।

তার গগনভেদী দুই চোখে

কোনোদিন ফুটে ওঠেনি ছিমির মন ;

তবুও তার সঙ্গিনী হিসেবে বিচরণ , ধান মহলে ।
জীবনের কাব্যই এমন ।

অশান্ত , সাথীহারা জীবনে এসেছিলো সে

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ,

সন্তানেরা দিলো যার সাথে এন্‌গেজ্‌মন্ট করিয়ে ।

তাকে প্রশ্ন করলে আসেনি কোনো উত্তর

নিষেধের কথাও ছিমি শোনেনি আবার।

তেমনই এক মানুষ সনে হল পরিচয়

অর্ধমৃত হলেও হল শুভ পরিণয় ।

হারানো রায়মঙ্গল ফিরলো, বাজের মরণের পরে

আইন নিয়ে কোনো কিছু হয়নি তাই ঘরে ।

রায়ও তো ছিলো নিরুদ্দেশ- ১৫টি বছর

একদিকে বলা যায় সে মৃত , কোথাও আছে হয়ত তার কবর ।

ছিমির মন নিয়ে ছেলেখেলা করেনি কেন্ডেল,

নববধূকে যদিও দেয়নি সেন্ট ও ধূপ স্যান্ডেল--

সাড়া না দেওয়া এই বৃদ্ধ -কেন্ডেল বাজ

দিয়ে গেলো ছিমিকে তবুও তার মহল- তাজ।

হয়ত কোনো এক অন্য জনমে

ছিলো সে ছিমির সাথে, কর্মের বন্ধনে

এইভাবে তাই দুটি প্রাণের হয় মিলন

জীবনে নাহলেও, মরণে ছিমি তার আপন ।

সেবা করে বাঁচিয়ে রাখা এই অমল প্রাণ

ছিলো ছিমির জীবনে অশেষ ধন ।

সেই দীপও নিভে গেলো একদিন সাঁঝে

তবুও পেলো অনেক যা জুটিয়েছিলো কেড়েল বাজে ।

পরের সম্পদে যার চলে জীবনের-তরী

সেই রায়মঙ্গল এলো নিয়ে, অমঙ্গল এক পরী ।

ধন-মান দুই গেলো হতেই সম্পর্ক ;

ছিমির জীবনে তার- স্পর্শ যেন বিষাক্ত ।

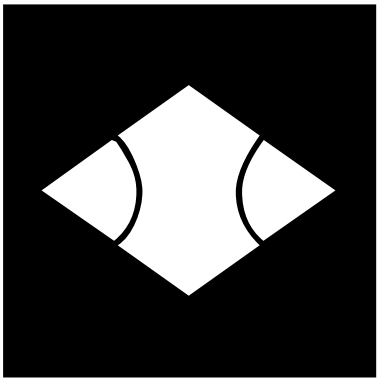

এইভাবেই শেষ হল ছিমির পাঁচালি/ কাহিনী

মনসা মেয়ের এক করুণ জীবনী ।

সাপের সাথে পরিচয় শৈশবেই তার

সাপ নিয়ে নাকি সে করেছে অনেক ঘর-বার ।

নির্বিষ সাপের ফণা জড়িয়ে গলায়

শিব শম্ভু হতে গিয়ে ছিমি ডরায় ।

লোকে বলে ; তুই তো মেয়ে ভোলানাথ কি হবি?

তাই সর্প কন্যার- ইচ্ছেধারী নাগ ; হয়ে রইলো ছবি ।

আজ বুঝি সেই সাপেরই বিষে বিষাক্ত ঘর-

আপন হল পর । কুহেলা , গাঙ্গু , মিরিকার দল ---

বিষেই বুঝি ডুবে গেলো কোটরে কোটরে, যার নাম
ধান মহল ।

এইভাবেই সমাপ্ত হলো ছিমি পাঁচালি,

এমনই ছিলো তার জীবন , লেখক তুই কতটা কল্পনা করলি ?

কল্পনা নয় বাস্তব এই জাদু জীবন,

ছিমি, মিরিকা, কুহেলা , গাঙ্গু রাজা গজা এক একজন ।

বাণে ভাসে ধান মহল- কালনাগিনী রোষে ,

সাপ তাই বুঝি আজ কেউ নাহি পোষে ।

আসলে সাপের নাম হল অবসেশান ,

অতিরিক্ত হলেই ভ্যানিশ, আনন্দ নিকেতন ।

সঙ্গে নিয়ে যায় সুখ , শান্তি আর আশা- নির্মল

বোঝে জীবন নকল আর দুনিয়ার নাম যার, সে এক ছল ।

গিগির পাহাড়িয়া পথে নাচে ছিমি সুন্দরী ;

একবারে পাহাড় থেকে ধরে প্রবাসের তরী ।

বিদেশের মাটিতে হারায় সংসারের দড়ি

অসুখের কবলে পড়ে হাসপাতাল হয় বাড়ি ।

সবুজ পাহাড় থেকে সোনালী এই দেশে

জীবন বিস্তার হল তার অবশেষে

তবুও সংস্কার ধরে রাখা মনসা মেয়ে

পেলোনা একটি ঠাঁই জাহাজ বেয়ে !

যাযাবর বেদের মতন সেও পরিযায়ী হলো

পরলো সাপের ছাল আর মাখলো ধূলো ।

সাপ মানেই অববাহিকা , স্থির জল নয়

তাই বুঝি শহুরেরা সাপে পায় ভয় ।

যারা সাহস করে এগিয়েও যায়

তাদেরই কপাল পোড়ে বিষের জ্বালায় ।।।

All architecture is shelter, all great architecture is the design of space that contains, cuddles, exalts, or stimulates the persons in that space."
-- Philip Johnson

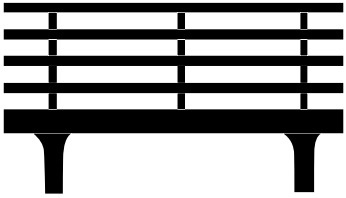

শেষ

সম্ভবত: লেখালেখি শেষ। অনেক হল

এবার পর্দা ফেলো।

বৈরাগ্য নয় অবসর,

তাতেই সব জীবন্ত যেন --মৌন শব্দও মুখর।